দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৪...

# ঠাকুরগাঁওয়ের একতা প্রতিবন্ধী স্কুল ছড়াচ্ছে শিক্ষার আলো

■ **তানভীর হাসান তানু, ঠাকুরগাঁও**

ওদের কারো বয়স ৫, কারো ৮, কারো ১২/১৫, কেউ আরো বেশি বয়সের। কেউ বাক, কেউ দৃষ্টি, কেউ শারীরিক আবার কেউ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। সবাই একসাথে বসে পড়ালেখা শিখছে। ওরা সবাই দুস্থ ও গরীব পরিবারের প্রতিবন্ধী সন্তান। বলছিলাম ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোলানী একতা প্রতিবন্ধী স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কথা।

ঠাকুরগাঁও জেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে মোলানী চুনিহাড়ি নামক এক নিভৃত গ্রামে প্রতিবন্ধীদের এই স্কুল। স্কুল বলতে দুইটি আধা পাকা টিনের ছাউনি। আর বাকি ঘর গুলো বাঁশের বেড়া তাও ভেঙে উদাম হয়ে গেছে বেশিরভাগ। ভেতরে রয়েছে কয়েকটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। বেঞ্চে বসে ১৭/১৮ জন ছেলে-মেয়ে শিক্ষকের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

১৫ জন প্রতিবন্ধী শিশু নিয়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আমিনুল ইসলাম নিজ উদ্যোগে ২০০৮ সালে স্কুলটি চালু করেন। এখন এই স্কুলে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী। ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদান করছেন। মাঝে মাঝে স্থানীয় ব্যক্তিদের দান সহায়তায় পাওয়া টাকা চক, ডাস্টার, পেন্সিলসহ শিক্ষা উপকরণ কিনতেই শেষ হয়ে যায়।

প্রতিবন্ধী স্কুল সূত্রে জানা গেছে, পরিচালকের উদ্যোগে কেনা দুইটি পিক-আপে করে শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আনা-নেওয়ার কাজ করা হয়। গাড়ি বিকল হলে দূরের শিক্ষার্থীরা আসতে পারে না। একই উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হলেও পর্যাপ্ত ওষুধ না থাকায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলের পরিচালক আমিনুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে বেশি ছাত্র-ছাত্রী রাখার ব্যবস্থা নেই। তাই নিজ বাড়িতে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করেছি। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ, টেবিল-চেয়ার, সীমানা প্রাচীর অর্থের অভাবে করতে পারছি না। শিশুদের জন্য কোনো প্রজেক্টর ও কম্পিউটার নেই। স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থাকলেও ডাক্তার ও ওষুধ নেই।

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল বলেন, আমিনুল ইসলাম নিজ উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা একতা প্রতিবন্ধী স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রটিকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছি।